এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার (ই.জি.এস.ডব্লিউ)

Educare Group of Society Welfare (EGSW)

স্থাপিত ঃ ২০১৮ইং

(Approved by Educare Group)

সূত্র: ই.জি.এস.ডব্লিউ/১৮
তারিখ:০১/০৩/১৮ইং

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আমাদের গঠনতন্ত্র

ধারা-০১ ঃ প্রতিষ্ঠা:

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" ২০১৮ সালের ০১ মার্চ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নোয়াখালী সদর উপজেলার ১০ নং অশ্বদিয়া ইউনিয়নের দক্ষিন নাজিরপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধারা-০২ ঃ সংগঠনের নামকরন:

এ সংগঠনের নাম- **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"**
ইংরেজিতে: (Educare Group of Society Welfare)
সংগঠনের শ্লোগান হবে- "মানব সেবা-ই আমাদের স্বপ্ন"
ইংরেজি: "Human Service is Our Dream"

ধারা-০৩ ঃ মনোগ্রাম:

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এর নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে।

ধারা-০৪ ঃ লক্ষ্য:

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে, আত্মনির্ভরশীল সুখী ও সমৃদ্ধশালী অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন করা। বিশেষ করে, পিছিয়ে পড়া সমাজের অনগ্রসর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমন্বিত প্রচেষ্টায় (ক) সমাজে মেধাবী এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা বৃত্তি ও শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ, (খ) বিনামূল্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী গ্রহণ, (গ) আধুনিক সমাজ গঠন ও আত্মমানবতার সেবায় পার্শ্বে দাঁড়ানো, (ঘ) বাল্যবিবাহ প্রতিহত করা এবং যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, (ঙ) অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, (চ) মাদক ও অপরাধ মূলক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা, (ছ) আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। যেমন: কম্পিউটার, ই-মেইল, ওয়েব সাইট সহ উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার মধ্যমে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা, (জ) অসহায় দরিদ্র গরীব মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ, (ঝ) ক্ষোভ আক্রোশ প্রতিহিংসার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, (ঞ) আধুনিক সমাজ ও জাতি গঠনে সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন/ সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন। ইহা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সামাজিক উন্নয়নমূলক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছায় মানব সেবার সংগঠন। এ সংগঠন ১৮ বছর থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্ম, ছাত্র- শিক্ষক, সুশীল সমাজকে সাথে নিয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে শুভ কাজে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সংগঠন সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ধারা-০৫ ঃ সংগঠনের ধরণঃ

(০১) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** সামাজিক সংগঠন সম্পূর্ণ স্বাধীন, সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী, সাংস্কৃতিক ও সম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন সংগঠন। এই সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে কাজ করবে না বরং ভবিষ্যতে বিভিন্ন এলাকায় আমাদের শাখা সংগঠন করা হবে এবং এর নেতৃত্বে পরিচালনা করা হবে।

(০২) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন। এই সংগঠনের কোন সদস্য যদি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেন বা করার চেষ্টা করেন তবে তাকে কার্যনির্বাহী পরিষদ বহিষ্কারের ক্ষমতা রাখে।

ধারা-০৬ ঃ সংগঠনের কার্যালয়ঃ

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এর কার্যালয় বর্তমানে অস্থায়ী। ভবিষ্যতে দক্ষিন নাজিরপুর গ্রামের যে কোনো জায়গায় স্থায়ী ভিত্তিতে এর কার্যালয় স্থাপিত হবে। সংগঠনের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি সাপেক্ষে ইউনিয়ন, উপজেলা সদর বা যে কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজস্ব অথবা ভাড়া করা ভবনে সংগঠনে কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

ধারা-০৭ ঃ সদস্য হবার শর্তাবলী:

(০১) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সদস্য হবার নূন্যতম বয়স ১৮ বছর।

(০২) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এ সংগঠনের সদস্য হতে চাইলে সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমের মধ্যেমে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করতে হবে।

(০৩) ভদ্র, রুচিশীল, উদ্যেমী, সদাচারী ও মননশীল হতে হবে।

(০৪) প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাসিক চাঁদা দিতে হবে।

(০৫) যারা স্বেচ্ছাব্রতী মনোভাবাপন্ন এবং নিজেদের তথা দেশের ও এলাকার উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত কিংবা সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছুক এবং নৈতিকতা বিরোধী কোনো কার্যক্রমে লিপ্ত নয় এমন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবে।

(০৬) যারা নিজেদের মেধার সর্বোচ্চ বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং একটি ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ এবং এলাকা গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে আগ্রহী তারাও এ সংগঠনের সদস্য হতে পারবে।

ধারা-০৮ ঃ সদস্য পদ বাতিলের ও স্থগিতের নিয়মাবলী:

(১) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা শারীরিক ও মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারান তাহলে ওই সদস্যের সদস্য পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদ সদস্য শূন্যপদ পুরণের লক্ষ্যে নতুন সদস্য আহবান করতে পারবেন। এছাড়া এর কোন সদস্য সুস্থ্য-স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় সদস্য হওয়ার দুই বছরের পূর্বে সদস্য পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

(২) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর কোন সদস্য যদি একটানা তিন মাসের মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন তাহলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তাঁর সদস্য পদ বাতিলের ক্ষমতা রাখেন।

(৩) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর কোন সদস্য সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নিজ স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করেন বা তার স্বভাব আচার-আচরণ সংগঠনের অপরিপন্থী হয় তাহলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় তিন চতুর্থাংশের ভোটে তার সদস্যপদ বাতিল করা যাবে।

(৪) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** সংগঠনের যে কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন। কার্যকারি কমিটির সভায় উহা গৃহীত হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে অথবা প্রত্যাহরের অনুরোধ জানানো যাইবে।

ধারা-০৯ ঃ সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী:

(১) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সদস্যদের প্রাথমিক সদস্য চাঁদা এবং মাসিক চাঁদা সংগঠনের তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হবে। তবে শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিঃস্বার্থ এককালিন দান, অনুদান বা সাহায্য ও তহবিলের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর তহবিল হতে অন্য যেকোনো শুভ উপায়ে অর্জিত অর্থ সংগঠনের তহবিলে যোগ হবে।

(৩) যথাযোগ্য রশিদ ছাড়া এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিত অত্র সংগঠনের নামে কোন চাঁদা, অনুদান বা সাহায্যও গ্রহন করা যাবে না।

(৪) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সদস্যদের কল্যাণ ফি, প্রাবাসী, উপদেষ্টা পরিষদের অনুদান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দাতা সদস্যদের ও সংগঠনের অনুদান এই সংস্থার আয়ের আরও একটি উৎস হবে।

(৫) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত চাঁদা, দান-অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থ, সাহায্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ সহ সকল ধরনের অর্জিত অর্থ সংগঠনের নিজস্ব নামে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের একাধিক সদস্যের যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ওই ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। সংগঠনের কাজে কোন অর্থের প্রয়োজন হলে ব্যাংক হিসাব থেকে কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা তুলে নিতে হবে এবং আয়-ব্যয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৬) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সাধারণ পরিষদ/ কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মাসিক চাঁদা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করবে। প্রয়োজনে সদস্যদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল গঠন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সদস্যরা মাসিক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করতে না পারলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরিমানা আদায় করা যেতে পারে। সদস্যদের জমাকৃত চাঁদার অর্থ কোন সুদযুক্ত কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করা যাবে না।

ধারা-১০ ঃ দাতা ও আজীবন সদস্য:

(১) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সার্বিক কল্যাণ ও ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্ব সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ অথবা পণ্য এক কালীন, মাসিক বা বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রদান করবে তাদেরকে দাতা সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হবে।

(২) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সার্বিক কল্যাণ ও ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ্ব সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ অথবা পণ্য এক কালীন, মাসিক বা বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রদান করবে তাদেরকে আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হবে।

ধারা-১১ ঃ বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিষদ:

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এর সাংগঠনিক পরিষদ নিম্নরুপ-

(১) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ সমাজের বিশেষ কোন ব্যক্তিবর্গ, আজীবন সদস্য, দাতা সদস্যদের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পরিষদকে পরামর্শ দাতা হিসাবে কাজ করবেন। এই পরিষদ সংগঠনের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান কিংবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবে। বছরে কমপক্ষে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিষদ সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগনও উপস্থিত থাকবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত করতে পারবেন।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ এই পরিষদ **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক কাজ করবেন। এই পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় আয়, ব্যয়, বাজেট কর্ম-পরিকল্পনার

বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করবেন। কমপক্ষে ৩ (তিন) মাসে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) সাধারন সভা ও বার্ষিক সভা আহবান করা।
(খ) বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতির আহবানে জরুরী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।
(গ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যুক্ত স্বাক্ষরে বাস্তবায়িত হবে।

(০৪) নির্বাহী পরিষদ এ সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলীর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী ও নীতি নির্ধারক বলে বিবেচিত হবে।

(০৫) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের সাথে সংগতি রেখে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নেই এমন যে কোন ধরনের আর্থিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(০৬) নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিক্ষা-নিরিক্ষা ও অনুমোদন করবে।

(০৭) সংগঠনের উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

(০৮) বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করার জন্য সকল সদস্যকে নির্দেশ প্রদান করবে।

♦ কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠামো:

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে এক থেকে দুই বছর। সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের ভোটে (কণ্ঠ ভোট অথবা ব্যালট ভোট) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।

(০১) সভাপতি (০১ জন)
(০২) সহ-সভাপতি (০২ জন)
(০৩) সাধারণ সম্পাদক (০১ জন)
(০৪) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (০১ জন)
(০৫) সাংগঠনিক সম্পাদক (০১ জন)
(০৬) কোষাধ্যক্ষ (০১ জন)
(০৭) দপ্তর সম্পাদক (০১ জন)
(০৮) প্রচার সম্পাদক (০২ জন)
(০৯) নির্বাহী সদস্য (প্রয়োজন মত)
(১০) সাধারণ সদস্য (প্রয়োজন মত)

♦ **কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব-**

(০১) সভাপতি ঃ

(ক) সংগঠনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন।
(খ) সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
(গ) সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন।
(ঘ) সভাপতির স্বাক্ষর ছাড়া কোন প্রস্তাবই অনুমোদিত হবে না।
(ঙ) সভাপতি সভা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন।
(চ) সংগঠনের স্বার্থে ও কল্যাণে যে কোন প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন।
(ছ) কোন সভায় যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সম-সংখ্যক ভোট পরলে সভাপতি একটি কাষ্টিং ভোট প্রদান করবেন।
(জ) বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী সভা আহ্বান করবেন।
(ঝ) নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনের করণীয় ও কার্যাবলী নির্ধারণ করবেন।
(ঞ) সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠি লেখা ও চিঠিপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(০২) সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) অফিস নির্বাহী হবেন ও থাকবেন। নির্বাহী পরিষদের নিকট সংগঠনের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন।
(খ) সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠি লেখা ও চিঠিপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং তিনি স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(গ) সংগঠনের কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।
(ঘ) সংগঠনের সকল প্রকার চিঠিপত্র, কাগজপত্র, তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
(ঙ) প্রশাসন, প্রকল্প তৈরি, বাজেট তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সভাপতিকে সহযোগীতা করবেন।
(চ) সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার স্বার্থে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচুক্তি ও ছাটাইয়ের চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(ছ) সংগঠনের সার্বিক সকল নির্বাহী ও সাধারণ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ বজায় রাখবেন। সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট ও বাজেট পেশ করবেন।
(জ) সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারনসহ আলোচ্য বিষয়-সূচী উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।
(ঝ) কোষাধ্যক্ষ/ অর্থ সম্পাদক কর্তৃক মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক জমা খরচের হিসাব প্রস্তুত করিয়ে নিবেন এবং যথাযথ সভায় অনুমোদন ও পেশ করার ব্যবস্থা নিবেন।
(ঞ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

(০৩) যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহয়তা প্রদান করবেন। (খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(০৪) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

(ক) সংগঠনের কর্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (খ) সংগঠনের কার্যক্রমে স্থীরতা প্রকাশ পেলে এর কারণ নির্ণয় করে তা দূর করণের জন্য সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা পূর্বক করণীয় নির্ধারণ করবেন। (ঘ) সংগঠনের কোনো সদস্যের অনুপস্থিতি বা সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ নির্ণয় এবং সমস্যা সমূহ দেখে সংগঠনের স্বার্থে সবাইকে তা অবহিত করবে। (ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকবেন। (ঙ) সংগঠন কোনো হুমকির শিকার হলে সেটি সভাপতিকে অবগত করবেন। (চ) সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করা তার প্রধান কাজ।

(০৩) কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) সংগঠনের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা, সংগৃহীত অর্থ যাতে সংগঠনের স্বার্থে ব্যয় হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কোষাধ্যক্ষের মূল কাজ।
(খ) সংগঠনের সদস্যদের হতে মাসিক ফি সংগ্রহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হতে অনুদান গ্রহণ তার দায়িত্ব।
(গ) তিনি সংগঠনের অর্থের ভবিষ্যৎ উৎস চিহ্নিত করে নির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন।
(ঘ) বার্ষিক অর্থনৈতিক রিপোর্ট করবেন এবং অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সভায় পেশ করবেন।
(ঙ) সংগঠনের সকল প্রকার আর্থিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থ সংগ্রহের এক থেকে দুই দিনের মধ্যে সংগঠনের ব্যাংক হিসাবে সংগৃহীত অর্থ জমাদান করবেন।
(চ) সংগঠনের তহবিল বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন।
(ছ) সংগঠনের জমা খরচের হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষ সাধারণভাবে দায়ী থাকবেন।

(০৫) দপ্তর সম্পাদক ঃ

(ক) সংগঠনের সমস্ত তথ্য, রির্পোট, চিঠি পত্র, দপ্তর ও সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংরক্ষণ করবেন
(খ) সকল সভা কার্য দিবসের নোটিশ সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের অনুমতি সাপেক্ষে সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। (গ) সংগঠনের বিভিন্ন সভা/ অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তি/ অতিথিদের বক্তব্য মতামত লিপিবদ্ধ করে পরে প্রেস রিলিজ আকারে জনসম্মুখে প্রকাশ করবেন। (ঘ) সংগঠনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র নিজের দায়িত্বে সংরক্ষণ করবেন।

(০৬) প্রচার সম্পাদক ঃ

(ক) সংগঠনের বিকাশ সাধনের জন্য সংগঠন হতে ঘোষিত প্রচার পত্র, পোষ্টার এবং বক্তব্য অত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া প্রচার সম্পাদকের কাজ

(খ) সংগঠন হতে সকল প্রকার প্রকাশনার ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ, প্রুফ দেখা সম্পন্ন করে থাকবেন।

(গ) সংগঠনের বাহ্যিক প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলন ও গোল টেবিল আলোচনা ব্যবস্থা করবেন ।

(ঙ) সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমের সময় প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং তা যথাযথ ভাবে হচ্ছে কিনা ক্ষতিয়ে দেখবেন ।

(চ) বিভিন্ন সমাজিক গণ-মাধ্যমে সংগঠনের প্রচারনার দায়িত্ব তার অধীনে।

(ছ) সংগঠনের বিভিন্ন খবর প্রত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব।

(০৭) নির্বাহী সদস্য ঃ

(ক) সাংগঠনিক যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা সদস্যদের প্রধান কাজ।

(গ) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিতে থাকা ও কাজ করা।

(০৮) সাধারণ সদস্য ঃ

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এর সাধারণ সদস্যদের সংখ্যা হবে সর্বনিম্ন ২০ জন। এ সদস্যদের যোগ্যতা ৭ (সাত) ধারা মোতাবেক হবে। সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক সভার কাজ পরিচালনা করবেন।

ধারা-১২ ঃ চাঁদা-

(ক) সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ৫০ টাকা চাঁদা প্রদান করে চাঁদার রশিদ গ্রহন করতে হবে। অথবা সমুদয় বছরের টাকা একসাথে ৬০০ টাকা প্রদান করতে পারবে ।

(খ) আজীবন সদস্য পদ গ্রহন করতে হলে এককালীন ১৫০০০ হাজার টাকা প্রদান করতে হবে।

(গ) কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণ পরিষদ/কার্যকারী পরিষদের সর্বসম্মতি ক্রমে সদস্যদের কাছ থেকে মানি রিসিটের মধ্যেমে বিশেষ চাঁদা বা অনুদান গ্রহন করা যাবে।

ধারা-১৩ ঃ উদ্দেশ্য-

* সাধারণত ০৪ ধারা মোতাবেক পরিচালনা করা হবে। তবে প্রয়োজন মোতাবেক উপ-ধারা লক্ষ্যনীয়-

(০১) প্রধানত সামাজিক ও শিক্ষার কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

(০২) এলাকাবাসির মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রত্যয় সৃষ্টি করা।

(০৩) এলাকার গরীব, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্বুদ্ধ করা এবং বিনামুল্যে বই বিতরন করা।

(০৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতার সর্বাধিক বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রণোদিত ও সংগঠিত করা ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা।

(০৫) রমজান মাসে অসহায় গরিবদের মাঝে ইফতারি সামগ্রী বিতরন করা ও ইফতারি পার্টি আয়োজন করা।

(০৬) "ঈদ উৎসব" ঈদের আগের দিন অসহায় গরিবের মাঝে ঈদ প্যাকেজ বিতরন করা।

(০৭) সমাজের সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

(০৮) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর প্রতিটি সদস্যকে কাজের মাধ্যমে সফল, স্বয়ংক্রিয় ও স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ক্ষমতায়িত করা।

(০৯) মাদক মুক্ত এলাকা গড়তে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা। মাদক বিরোধী আনন্দোলন গড়ে তোলা। এলাকার মাদকাসক্ত, জুয়াড়ি, বখাটে ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বিনোদন, গনসচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
(১০) যে কোন সেবামূলক কাজে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনগনকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা। এমনকি খাদ্য দ্রব্যকে বিষ মুক্ত রাখা ও কৃষকদেরকে কেমিক্যাল ব্যতিত ফসল উৎপাদানের ব্যপারে পরামর্শ দেয়া।
(১১) সরকারের উন্নয়ন মূলক সংস্থা সমূহের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা। গণ-শিক্ষা গ্রহণে বয়স্কদের উদ্বুদ্ধ করা, উন্নত প্রযুক্তির কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, হস্ত ও কুটির শিল্প স্থাপন, হেচারী ও নার্সারী সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্বন্ধে গ্রামবাসীর মধ্যে জ্ঞান দানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে আমন্ত্রন করা এবং সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা। প্রয়োজনে সংগঠনের সকল সদস্যদের থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায় করে সঞ্চয় গড়ে তুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাতে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে গরীব মানুষের আয়ের উৎস সৃষ্টি করা এবং সেই বিনিয়োগকৃত পুঁজি থেকে অর্জিত লভ্যাংশ দিয়ে সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
(১২) দেশে দূর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূম্পিকম, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সকল প্রকার প্রকৃতিক দূর্যোগে দুঃস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এগিয়ে যাওয়া।

ধারা-১৪ ঃ অন্যান্য-

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" এর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরুপঃ

(ক) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সকল সদস্যের বিপদ-আপদে সংস্থার নির্বাহী পরিষদসহ সবাই এক অপরের পাশে থাকার চেষ্টা করবে।
(খ **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর সকল সদস্য সংগঠনের উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।
(গ) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর নির্বাহী পরিষদসহ সকল সদস্যের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে।
(ঘ) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** এর কোন অভিযোগ, অনুরাগ থাকলে পরামর্শের জন্য সাধারণ পরিষদ/ কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।
(ঙ) **"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার"** সদস্যদের মধ্যে কোন অভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকা যাবে না, যা সংস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ধারা-১৫ ঃ অনুষ্ঠানাদিঃ

"এডুকেয়ার গ্রুপ অফ সোসাইটি ওয়েলফেয়ার" সংগঠন কতৃক সম্ভব হলে বছরে ১টি বনভোজন, বার্ষিক পূণমিলনী, ইফতার পার্টি, বিভিন্ন উদযাপিত দিবস, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। তবে পারস্পরিক পরিচিতি, সৌহার্দপূর্ণ, বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি অনুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে।
***বিঃ দ্রঃ সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রে সংশোধন আনতে পারবে।
***এই গঠনতন্ত্র সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের সকল সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছেন।

-আল্লাহ হাফেজ